মেহেরপুরে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে শাকসবজির বীজ ও সার বিতরণ

২০২৫-২৬ অর্থবছরের রবি মৌসুমে শাকসবজি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে শাকসবজির বীজ ও সার বিতরণের উদ্বোধন করা হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদ চত্বরে উপজেলা প্রশাসন ও কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির উদ্যোগে এ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মোঃ মনিরুজ্জামানসহ উপজেলা প্রশাসন ও কৃষি বিভাগের কর্মকর্তারা।

কর্মসূচির আওতায় মেহেরপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের মোট ২৯০ জন প্রান্তিক চাষীকে প্রণোদনা হিসেবে লাউ, বেগুন, মিষ্টি কুমড়া ও শসার বীজ বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি প্রতিজন কৃষককে ১০ কেজি করে ডিএপি সার এবং ১০ কেজি করে এমওপি সার প্রদান করা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, এই প্রণোদনা ক্ষুদ্র কৃষকদের রবি মৌসুমে শাকসবজি আবাদে উৎসাহিত করবে এবং স্থানীয় পর্যায়ে পুষ্টি নিরাপত্তা ও সবজির উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

মেহেরপুরে অফিসার্স ক্লাবের নবনির্মিত ব্যাডমিন্টন কোর্ট উদ্বোধন

মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে অফিসার্স ক্লাব প্রাঙ্গণে নবনির্মিত ব্যাডমিন্টন কোর্টের উদ্বোধন হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম ফিতা কেটে ও নামফলক উন্মোচন করে কোর্টের উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. খায়রুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকা, প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ফারুক উদ্দিন, সমবায় কর্মকর্তা মনিরুল ইসলাম, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সাইদুর রহমান, পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা রকিবুল ইসলাম, কৃষি কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান, সমাজসেবা কর্মকর্তা আনিসুর রহমান, আইসিটি কর্মকর্তা সুব্রত কুমার এবং ইউআরসি ইনস্ট্রাক্টর আব্দুল মতিন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, অফিসার্স ক্লাবের এই উদ্যোগ কর্মকর্তাদের মধ্যে খেলাধুলার চর্চা, পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নয়ন এবং মানসিক প্রশান্তি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

উদ্বোধন শেষে কর্মকর্তারা নবনির্মিত কোর্টে প্রীতি ব্যাডমিন্টন ম্যাচে অংশ নেন।

মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম রসুল আর নেই

মেহেরপুর চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সাবেক সভাপতি, ইটভাটা মালিক সমিতির সাবেক উপদেষ্টা, জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি গোলাম রসুল আর নেই (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর।

মঙ্গলবার বিকেল ৩টার দিকে ঢাকার স্কয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, প্রায় দুই সপ্তাহ আগে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে ঢাকার স্কয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আজ মঙ্গলবার

তার একটি অপারেশন হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তার আগেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর তার বিরুদ্ধে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনসহ একাধিক মামলা দায়েরের পর তিনি আত্মগোপনে চলে যান।

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক পুত্র, এক কন্যাসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

আজ মঙ্গলবার বাদ আসর মেহেরপুর হোটেল বাজার জামে মসজিদের সামনে মরহুম গোলাম রসুলের নামাজে জানাযা অনুষ্ঠিত হবে।

মেহেরপুরে শসা ক্ষেতে ভাইরাসের আক্রমণ

মেহেরপুরে ভাইরাসজনিত রোগে নষ্ট হচ্ছে শত শত বিঘা জমির শসাক্ষেত। দীর্ঘদিন পরিচর্যা করে শসা বাজারজাত করার মুহূর্তে ভাইরাসের আক্রমণে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন চাষিরা। পাতা হলুদ হয়ে যাচ্ছে, মাচাতেই শুকিয়ে যাচ্ছে গাছের ডগা ও শসার জালি। ক্ষেত রক্ষায় বিভিন্ন প্রকার ওষুধ স্প্রে করেও উপকার পাচ্ছেন না কৃষকরা। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন জেলার হাজারো শসা চাষি। শেষ মুহূর্তে ক্ষেত নষ্ট হয়ে যাওয়ায় মোটা অঙ্কের আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছেন তারা।

তবে কৃষি বিভাগ বলছে, জমিতে বোরনের ঘাটতির কারণে শসাক্ষেত নষ্ট হচ্ছে। ক্ষেত রক্ষায় মাটি পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে কৃষকদের।

মেহেরপুরের তিনটি উপজেলায় চলতি মৌসুমে ২৬৫ হেক্টর জমিতে শসার আবাদ হয়েছে। জেলা কৃষি বিভাগ ৭ হাজার মেট্রিক টন শসা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। মেহেরপুরের শসা জেলার চাহিদা পূরণের পাশাপাশি দেশের অন্যান্য জেলাতেও সরবরাহ করা হয়। উৎপাদিত

শসা সুস্বাদু ও আকর্ষণীয় হওয়ায় বাইরের জেলায় ব্যাপক চাহিদা থাকে। কিন্তু ভাইরাসজনিত রোগে গাছ শুকিয়ে যাওয়ায় উৎপাদন কমে গেছে, ফলে চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম হচ্ছে।

চাষিরা বলছেন, জমি প্রস্তুত, মাচা তৈরি, সার, কীটনাশক ও পরিচর্যার খরচ মিলিয়ে প্রতি বিঘা জমিতে উৎপাদন ব্যয় হয়েছে ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা। এখন শসা বিক্রির সময়, অথচ ক্ষেতে ভাইরাসে গাছ শুকিয়ে যাচ্ছে, সতেজতা নষ্ট হচ্ছে এবং শসার জালি বেঁকে লালচে হয়ে ঝরে পড়ছে। প্রতিবছর যতটা শসা উৎপাদন হয়, এবছর তার অর্ধেকও হচ্ছে না। বাইরের জেলাগুলোতে মেহেরপুরের শসার ব্যাপক চাহিদা থাকলেও পাইকারি ব্যবসায়ীদের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ দেওয়া যাচ্ছে না। এছাড়া উৎপাদিত শসার রঙ হলুদ হওয়ায় বাজারে চাহিদা কম, ফলে লোকসান গুনতে হচ্ছে চাষিদের।

মেহেরপুরের কালিগঞ্জ, গাড়াবাড়িয়া, সাহারবাটি ও ধলার মাঠে গিয়ে দেখা গেছে শসাক্ষেতের এমন চিত্র। মেহেরপুরের শসা প্রতি বছর ট্রাকভর্তি হয়ে বিভিন্ন জেলায় বিক্রি করে ব্যবসায়ীরা। কিন্তু এবছর গুণগত মান খারাপ ও উৎপাদন কম হওয়ায় চাহিদা অনুযায়ী শসা পাওয়া যাচ্ছে না। কৃষকদের অভিযোগ, এমন পরিস্থিতিতে কৃষি বিভাগ পাশে নেই।

কালিগঞ্জ গ্রামের কৃষক আব্দুর রহিম বলেন, “দুই বিঘা জমিতে শসা লাগিয়েছিলাম। জমি প্রস্তুত, মাচা তৈরি, সার, কীটনাশক মিলে খরচ হয়েছে প্রায় ৪০ হাজার টাকা। এখন বিক্রির উপযুক্ত সময়, অথচ গাছের পাতা হলুদ হয়ে যাচ্ছে, শসার জালি শুকিয়ে বেঁকে লালচে হয়ে যাচ্ছে। নানা ওষুধ ব্যবহার করেও ফল পাচ্ছি না।

ব্যবসায়ী হাবিবুর রহমান জানান, প্রতিবছর এ সময় কয়েকশ টন শসা ঢাকা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, সিলেটসহ বিভিন্ন জেলায় পাঠানো হতো। কিন্তু এবছর তার অর্ধেকও পাঠাতে পারছি না।

গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ ইমরান হোসেন বলেন, অতিরিক্ত রোদ, জমিতে বোরনের ঘাটতি ও একই জমিতে বারবার একই ফসল আবাদ করার কারণে এমনটা হয়েছে। মাটি পরীক্ষা করে কৃষকদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

মেহেরপুরের পশ্চিম সিংহাটিতে শত্রুতামূলক কমলা বাগান কর্তন

মেহেরপুরের পশ্চিম সিংহাটি গ্রামে শত্রুতামূলক প্রবাসীর চায়না কমলার গাছ কেটে তছরূপ করেছে দুর্বৃত্তরা। ক্ষতিগ্রস্থ প্রবাসী শহর আলী সিংহাটি পশ্চিম পাড়ার আবদুল জলিলের ছেলে।

গত রবিবার দিনগত রাতে কে বা কারা রাতের আঁধারে এই ক্ষতি সাধন করে। কাতার প্রবাসী শহর আলী বলেন, কিছু দিন হলো তিন মাসের ছুটিতে বাড়ী এসেছি। ১৭ বছর আগে কাতারে যাওয়ার সময় মায়ের দশ কাঠা জমি বিক্রি করে আমি বিদেশে যায়। পরবর্তীতে আমি মায়ের নামে ২২ কাঠা জমি কিনে দিই। পারিবারিক বিভিন্ন ঝামেলার কারণে আমি পরিবারের সকলের সম্মতিতে গত সপ্তাহে মায়ের কাছ থেকে আমার নামে ৮ কাঠা জমি রেজিষ্ট্রি করে নিই। আর এক সপ্তাহের মাথায় কে বা কারা আমার এই ক্ষতি টা করলো।

বাগানের পরিচর্যাকারী রিমন বলেন, আমার দুলাভাই কাতার প্রবাসী। দু’বছর আগে তার ২৪ কাঠা জমিতে ১৩০ টা চায়না কমলার গাছ রোপন করি। নিবিড় পরিচর্যার মাধ্যমে তিল তিল করে গাছ গুলো বড় হচ্ছে, এক দেড় বছরের মধ্যে গাছগুলোতে ফল ধরবে। এরই মাঝে গতরাতে শত্রুতামূলক দুর্বৃত্তরা ৩৫ টি গাছ কেটে রেখে যায়। মানুষের সাথে মানুষের শত্রুতা থাকতে পারে কিন্তু গাছের সাথে কিসের শত্রুতা? আমি দোষীদের বিচার দাবি জানাচ্ছি। এ বিষয়ে তিনি থানায় মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

মেহেরপুরে যুবদলের ৪৭তম

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

আলোচনা সভা ও কেক কাটার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন মেহেরপুর জেলা যুবদল।

আজ সোমবার বিকেলে এ আলোচনা সভা ও কেক কাটার আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস। সভাপতিত্ব করেন জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস বলেন, দীর্ঘ সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় জুলাই-আগস্টে যুবদল অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। আগামীতে তারেক রহমানের নির্দেশিত ‘সবার আগে বাংলাদেশ’ এই শ্লোগানকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যুবদল নিরলসভাবে কাজ করে যাবে। সকল প্রকার লোভ-লালসার উর্ধ্বে উঠে দেশের মানুষের সেবা ও একটি উন্নত রাষ্ট্র গঠনে যুবদল ভূমিকা রাখবে।

তিনি আরও বলেন, জুলাই-আগস্টের চেতনা ধারণ করে তারেক রহমানের ৩১ দফা বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও আলোকিত বাংলাদেশ গড়ে তোলা হবে।

অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা শ্রমিক দলের সভাপতি আহসান হাবীব সোনা, জেলা যুবদলের সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রোকনুজ্জামান রোকন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান সুজন, পৌর যুবদলের আহ্বায়ক সামিউল ইসলাম লিজন, সদস্য সচিব নওফেল আহমেদ রনি এবং মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক আবুল হাসান।

মেহেরপুরে সদর উপজেলা ভূমি অফিসের সম্প্রসারণ কক্ষ

উদ্বোধন

মেহেরপুর সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসের সম্প্রসারণ কক্ষ উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ সোমবার সকালে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে নামফলক উন্মোচন ও ফিতা কেটে সম্প্রসারণ কক্ষের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খাইরুল ইসলাম, সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধন শেষে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম সদর উপজেলা ভূমি অফিস প্রাঙ্গণে একটি গাছের চারা রোপণ করেন, যা প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও সবুজায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

মেহেরপুরে যুবদলের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা যুবদলের উদ্যোগে বর্ণাঢ্য র্যালির আয়োজন করা হয়েছে।

আজ সোমবার (২৭ অক্টোবর) বিকেল ৪টার দিকে জেলা বিএনপি কার্যালয় চত্বর থেকে র্যালিটি শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

র্যালিতে নেতৃত্ব দেন মেহেরপুর জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক মো. কাউসার আলী।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি মো. মুশাররফ হোসেন তপু, সদস্য মেহেদি হাসান রোলেক্স, সদর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক

মো. লিয়াকত আলী, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব আনোয়ারুল ইসলাম, বারাদি ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি লাল মোহাম্মদ এবং সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন কবিরসহ বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীরা।

সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বক্তারা বলেন, যুবদল গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও রাষ্ট্র কাঠামো সংস্কারের আন্দোলনে সবসময় অগ্রভাগে থাকবে।

দিনব্যাপী এ আয়োজনে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের নেতাকর্মীদের উপস্থিতিতে মেহেরপুরে যুবদলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পরিণত হয় এক মিলনমেলায়।

মেহেরপুরে সদর উপজেলা প্রশাসন গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

মেহেরপুরে সদর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে “সদর উপজেলা প্রশাসন গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৫” এর উদ্বোধন করা হয়েছে।

সোমবার (২৭ অক্টোবর) বিকেল ৩টার সময় মেহেরপুর জেলা স্টেডিয়ামে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এ টুর্নামেন্টের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম।

তিনি উদ্বোধনী বক্তব্যে বলেন, খেলাধুলা মানুষকে মাদক থেকে দূরে রাখে, সমাজে শৃঙ্খলা ও ঐক্য সৃষ্টি করে। তরুণ প্রজন্মকে সুস্থভাবে গড়ে তুলতে নিয়মিত ক্রীড়া চর্চার বিকল্প নেই।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) পার্থ প্রতিম শীল, সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী

ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকা, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দিন এবং জেলা ক্রীড়া অফিসার আরিফ আহমেদ প্রমুখ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক মাধব চন্দ্র ভাস্কর, জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সদস্য সচিব ড. অশোক চন্দ্র বিশ্বাস, জেলা জামায়াতে ইসলামী নায়েবে আমির মাওলানা মাহবুল উল আলম, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি অধ্যাপক ফয়েজ মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আজম, জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপপরিচালক নাসিমা খাতুন, জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল আল মামুন, জেলা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বায়ক আব্দুল মালেক, সদস্য সচিব আতর আলী, আমদহ ইউনিয়ন চেয়ারম্যান রওশন আলী টোকন, পিরোজপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ইকবাল এনামুল কবিরসহ বিভিন্ন ইউনিয়নের জনপ্রতিনিধি ও ক্রীড়ানুরাগীরা।

উদ্বোধনী ম্যাচে মাঠে নামে সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়ন ও পিরোজপুর ইউনিয়ন দল। খেলার শুরুতেই স্টেডিয়ামে দর্শকদের উপস্থিতি ছিল উপচে পড়া।

আজ বিএনপির মনোনয়ন চুড়ান্ত পূর্ব খুলনা বিভাগের শেষ মিটিং

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে রাজনৈতিক দলগুলোর পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যেও আলোচনা, তর্ক বিতর্ক বেড়ে চলেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্ম। আজ এক নেতার অনুসারী ‘আলহামদুল্লিাহ’ স্ট্যাটাস দিচ্ছেন তো কাল আরেক নেতা পাল্টা ‘আলহামদুলিল্লাহ’ লিখে মাঠ সরগরম করে রাখছেন। কেউ লিখছেন, ‘দেখা হবে বিজয়ে’ তো কেউ লিখছেন ‘পথ দেখাবে যোগ্য নেতা’। এ ধরণের নানান উপমা, বিশেষণে সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্ম ফেসবুক সরগরম হয়ে থাকছে। এর মধ্যে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান

তারেক রহমানের ফোন কলে আরও সরগরম হয়ে উঠেছে নির্বাচনী মাঠ। সবমিলিয়ে কে হবেন বিএনপির কাণ্ডারি তা হয়তো সপ্তাহখানেকের মধ্যে দলটি নিশ্চিত করবেন।

আজ সোমবার শেষবারের মত খুলনা বিভাগের মনোনয়ন প্রত্যাশীদের নিয়ে মিটিংয়ে বসবেন দলটির শীর্ষ নেতারা। তারেক রহমান ভার্চুয়ালি সভার নেতৃত্ব দেবেন বলেও জানা গেছে। তবে যারা ডাক পেয়েছেন তারা সকলেই আশাবাদি । দলকে ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনে মাঠে কাজ করার আহবান জানানোয় হতে পারে আজকের মিটিংয়ের মূল সারমর্ম।

দলের নির্ভযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, মেহেরপুরের দুটি আসন থেকে ৫ নেতাকে ডাকা হয়েছে এ মিটিংয়ে। বিকাল ৩ টার দিকে মিটিং শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। তবে এই ৫ নেতার মধ্যেই দুই নেতার ভাগ্য খুলবে এটা মোটামোটি নিশ্চিত হওয়া গেছে।

মেহেরপুর -১ আসন থেকে যাদের ডাকা হয়েছে তারা হলেন- সাবেক সংসদ সদস্য ও জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মাসুদ অরুন , জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. কামরুল হাসান ও বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন। মেহেরপুর-২ আসন থেকে ডাকা হয়েছে সাবেক সংসদ সদস্য আমজাদ হোসেন, জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

আজ সোমবার রাজধানীর গুলশানে বিএনপির দলীয় কার্যালয়ে খুলনা বিভাগীয় মনোনয়ন প্রত্যাশী নেতাদের নিয়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বৈঠক করবেন।

মেহেরপুর-১ আসন থেকে মিটিংয়ে ডাক পাওয়া এক নেতা জানিয়েছেন, কিছুদিন আগে মহাসচিব ডেকেছিলেন আসন প্রতি মনোনয়ন প্রত্যাশীদের। সেই ধারাবাহিকতায় এভার দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ডেকেছেন বিভাগওয়ারী সকল মনোনয়ন প্রত্যাশীকে। আজ সোমবার খুলনা বিভাগের সকল মনোনয়ন প্রত্যাশী নেতারা মিটিংয়ে উপস্থিত থাকবেন। মেহেরপুর
- ১ আসন থেকে গতবারের মত ৩ জন এবং মেহেরপুর-২ আসন থেকে ২ দুই জনকে ডাকা হয়েছে। মিটিং শেষে বোঝা যাবে কেন ডাকা হয়েছে। তবে আমার মনে হয়েছে মনোনয়ন যাকেই দেওয়া হবে তার হয়েই ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার নির্দেশ আসতে পারে। মনোনয়ন কে পাবেন আমার মনেহয় তা চুড়ান্ত হয়েই গেছে তবে প্রকাশ হতে হয়তো সপ্তাহখানেক সময় লাগবে বলে জানিয়েছেন এই নেতা।